জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১১

৩১ মার্চ, ২০১১

"দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করে"

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৭ চৈত্র ১৪১৭
৩১ মার্চ ২০১১

বাণী

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকি কমাতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর উদ্যোগে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি ও ঝুঁকি কমাতে পূর্ব প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডোসহ নানাধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে এবছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করে' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। আমি আশা করি এ দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে উপকূলীয় এলাকাসহ দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণ দুর্যোগ প্রাকপ্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

আমি দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি
মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংস্থা, ব্যক্তি, বিশেষত জনগণকে দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে সচেতন করা ও সার্বিক দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতি বছরের মত এবারেও ৩১ মার্চ ২০১১, বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালিত হচ্ছে। এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করে"। দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতার বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পারিবারিক, সামাজিক, কর্মস্থলসহ সমাজের সকলক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম ও পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত করে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য দুর্যোগ ও আপদ সম্পর্কে জনগণকে সঠিক জ্ঞান ও তথ্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু জনগণের মধ্যে সকল ধরণের দুর্যোগের প্রস্তুতি ও মোকাবিলা সংক্রান্ত তথ্য সহজে পৌছানো এবং এক্ষেত্রে তাদের সক্ষম করে গড়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগ মোকাবিলা সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও জ্ঞান উন্নততর দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সহায়তা করে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার দুর্যোগে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যেই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও প্রতিনিয়তই আমাদেরকে অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, ভবন ও কাঠামো ধসসহ বিভিন্ন মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে এ ধরণের দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।

আমি দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সরকারের পাশাপাশি এনজিও, সুশীল সমাজ ও সচেতনমহলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় ও তথ্য সহজলভ্য করে জানমাল রক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হবো বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১১' এর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি

দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করে

আহসান জাকির, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

প্রতিবছর মার্চ মাসের শেষ কার্যদিবসটিতে আমরা জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করি। এবছর ৩১শে মার্চ এই দিবস উদযাপন হচ্ছে। এবছরের প্রতিপাদ্য "দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করে"। জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা উদযাপনের মাধ্যমে আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতির নানা আঙ্গিক ও সম্ভাবনা, বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের সুফল ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারনা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য যা যা প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সজাগ হতে পারি।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০১১ উদযাপনে পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস জাতীয় পর্যায়ে উদযাপনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সকল মানুষকে দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া, দুর্যোগে যাতে জান মাল রক্ষা হয় সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি ও বিপন্নতা ভিন্ন হতে পারে। আবার প্রতি সদস্যের দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়ার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও ভূমিকা থাকতে পারে। এসব বিবেচনা ও এ নিয়ে অগ্রহ আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করার জন্য এই দিবসটি আমরা সারাদেশে উদযাপন করছি। বিভিন্ন দুর্যোগের জন্য পরিবার পর্যায়ে প্রস্তুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি যে সকল সংস্থার সেবা/দায়িত্ব/ভূমিকা পরিবারের দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য সেগুলোকেও পরিস্থিতি ও বাস্তবতার আলোকে দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রস্তুতির দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যাদের পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি নিশ্চিত করার অগ্রনী ভূমিকা রাখতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সেসময় ঘূর্ণিঝড়ে জনগণের বিপদাপন্নতা হ্রাস করার জন্য দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে বেড়ি বাঁধ নির্মাণ ও বনায়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, ঘূর্ণিঝড় কবলিত জনসাধারণকে সতর্ক ও নিরাপদ আশ্রয় স্থলে গমনে সহায়তা করার জন্য ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গঠন করা হয়। উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় বঙ্গবন্ধুর আমল থেকেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী / গতিশীল করার জন্য বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণয়ন করে, যা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। মূলত এই দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী সফল বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ এই দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী তাদের দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে। সম্প্রতি সরকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস ও গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যা সরকার প্রতিশ্রুত 'প্রতি পরিবারের জন্য একজন করে কর্মসৃজন সৃষ্টি'র একটি প্রয়াস। সরকারের এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচীর ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলে কোন খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়নি।

অপরদিকে রূপকল্প-২০২১ এ বর্ণিত টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী যথা, ভিজিএফ, কাবিখা, টিআর ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী দেশের দরিদ্র অঞ্চল বিশেষ করে উপকূলীয় জেলাসমূহ ও বৃহত্তর রংপুরকে প্রাধান্য দিয়ে সারা দেশে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পর পর দুটি অর্থ বছরে দেশের দরিদ্র এলাকায় বিপুল সংখ্যক কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসৃজন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এসবই হলো সফল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদাহরণ।

এবছর জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত সরকারী বেসরকারী সংস্থাদের নিয়ে বেশ কিছু কর্মসূচী আয়োজন করেছে। এর মধ্যে ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা। এছাড়া সংবাদিকদের দুর্যোগ প্রস্তুতির উপর রিপোটিং এ উৎসাহিত করতে আয়োজনে রয়েছে মিডিয়া পুরস্কার। দিবসটিতে সকালে আয়োজন করা হয়েছে র‍্যালী। র‍্যালীতে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। ওসমানী মিলনায়তনে দিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন সহ সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। এতে করে সকলের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি মোকাবিলাকে গুরুত্ব দিয়ে সারাবছর ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হবো। এছাড়া পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রতিঘাতের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে সরকারের বিভাগ ও সংস্থাসহ অন্যান্যরাও দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ঘরবাড়ী ঝুকিমুক্ত করা সহ জীবন-জীবিকা যাতে ক্ষয় ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় সে ধরনের কর্মকান্ড ও অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে চলমান রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম

কেয়ার বাংলাদেশ

কেয়ার বাংলাদেশ সুদীর্ঘ ৫৭ বছর আগে যাত্রা শুরু করে কয়েক দশক ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের উপর কাজ করে আসছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের পুনর্বাসনে সহায়তা করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুর্যোগ-ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, শৈত্য প্রবাহের মত জাতীয় দুর্যোগে কেয়ার জারুরী সহায়তা প্রদান করে আসছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম থেকে শিক্ষা নিয়ে কেয়ার দুর্যোগ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ণে নতুন ধারণা সংযোজন করেছে ।

কেয়ার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে একটি সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা - প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াপ্রদান ও পুর্নবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে সৌহার্দ্য-II ও এফ এস ইউ পি মাধ্যমে অধিকতর বিপদাপন্ন এবং দুর্যোগ ও পরিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকা উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করছে । কেয়ার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কর্মসূচি অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ চর, হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় সমাজ-ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, আপদকালীন পরিকল্পনা, জরুরী সাড়াপ্রদানে সক্ষমতা ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ ও জলবায়ুগত ঝুঁকি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে সহায়তা করছে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিগুলো ঝুঁকিপূর্ণ চর, হাওড় ও উপকুলীয় এলাকায় বাস্তবায়িত হছে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড

ক্রিশ্চিয়ান এইড তার সহযোগী সংস্থাদের নিয়ে সাফল্যের সহিত জরুরী সাড়া প্রদান দল গঠন করেছে। দুর্যোগের সময় দ্রুত সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে এবং দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থ মানুষের ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সমতা বৃদ্ধিতে এই দল কাজ করে। আমরা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং পরিবার ভিত্তিক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রগুলি সুরক্ষা করে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর কার্যক্রম নিয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে আমাদের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আমাদের কাজকে শক্তিশালী করার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক দলও গঠন করা হয়েছে যারা পূর্ব সতর্কতা সংকেত, প্রাথমিক চিকিংসা এবং উদ্ধার কাজে প্রশিক্ষিত। ক্রিশ্চিয়ান এইড জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, মতায়ন এবং সমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই পরিবর্তন অব্যাহত রাখতে বিশ্বাস করে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ চৈত্র ১৪১৭
৩১ মার্চ ২০১১

বাণী

দেশব্যাপী ৩১ মার্চ ২০১১ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দিবসটির প্রতিপাদ্য 'দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করে'। এটি দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরই উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন সৃষ্টি করেন। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জাতীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী জারি করা হয়। এবার এ আদেশ আরো যুগোপযোগী করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে দুর্যোগের প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানোর কার্যক্রম আরও সফল হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাত, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকদেরকে দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১১ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ চৈত্র ১৪১৭
৩১ মার্চ ২০১১

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের নির্দেশনায় ৩১ মার্চ ২০১১, বৃহস্পতিবার "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করতে যাচ্ছে। এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন জীবিকা রক্ষা করে" যার মূল কথা হলো দেশের প্রত্যেক নাগরিককে তাদের চারপাশের দৈনন্দিন আপদসমূহ নিরূপণ করতে হবে, একই সাথে দুর্যোগ ঝুঁকিতে তাদের বিপদাপন্নতাও নিরূপণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। দেশের জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্যোগ ঝুঁকিতে বসবাস করে এবং প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ-এ আক্রান্ত হয়ে জীবন-জীবিকা ও আবাস হারানো থেকে শুরু করে নানা ধরণের ক্ষতির শিকার হয়। নভেম্বর ১৯৭০ এবং এপ্রিল ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় বিপুল সংখ্যক প্রাণহানী ঘটে। সাম্প্রতিক সময়ে নভেম্বর ২০০৭-এ ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এবং মে ২০০৯-এ ঘূর্ণিঝড় 'আইলায়' প্রাণহানীর সংখ্যা অনেক কম। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগের ফলে দুর্যোগে প্রাণহানীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যদিও সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক এই দুটি ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য একটি সতর্কবার্তা যে তারা একই মাত্রার অথবা এর চেয়ে বেশী মাত্রার দুর্যোগের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে যার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রস্তুতি।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের একটি কর্মসূচী যা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে উন্নততর করতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। সিডিএমপি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাস বিষয়কে সমন্বিত/অন্তর্ভুক্ত করতেও সহায়তা করে।

প্রতিটি নাগরিক, সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে পরিকল্পনা করতে হবে এবং পর্যাপ্ত প্রস্তুতির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করতে হবে।

আমি আশা করি দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদ্‌যাপনের জন্য গৃহীত অনুষ্ঠানমালা দেশের প্রতিটি পরিবারের মাঝে পর্যাপ্ত দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহ ও গতি সঞ্চার করতে সফল হবে।

ড. এম আসলাম আলম

মুসলিম এইড ইউ কে, - বাংলাদেশ

মুসলিম এইড লন্ডন ভিত্তিক একটি জরুরী ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা। ইহা ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ৭৫ টিরও বেশী দেশে ইহার কার্যক্রম ব্যপৃত আছে। বাংলাদেশে মুসলিম এইড কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯১ সালে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড়ের অববহিত পর থেকে। বাংলাদেশেও মুসলিম এইড কার্যক্রম শুরু করে জরুরী ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মসূচীর মাধ্যমেই। বর্তমানে একটি প্রধান অফিস সহ প্রায় ৯৩টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মুসলিম এইড বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, সুদমুক্ত খুদ্র ও মাঝারী ঋণ কর্মসূচী এবং বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে সাইক্লোন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১.৮ মিলিয়ন এরও বেশী জনগণকে সহায়তা প্রদান করেছে। বিশেষ করে বিগত চার বছরে মুসলিম এইড দুইটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাইক্লোন সিডর এবং আইলা সহ বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ এক মিলিয়ন এরও বেশী জনগনকে মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মুসলিম এইড জরুরী খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত সমগ্রী, স্বাস্থ্য সেবা, ঔষধ, পানি, পয়ঃনিস্কাশন ও পরিচ্ছন্ন, গৃহ নির্মাণ সহ জীবিকায়নের কার্যকরী সহায়তা প্রদান করেছে।

মুসলিম এইড শুধুমাত্র তাৎক্ষনিক জরুরী ত্রাণ সহ, জাতি সংঘ সংস্থা যেমন- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সহ আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউরোপিয়ন কমিশন (ECHO) এর সহায়তায় কাজের বিনিময়ে অর্থ, জীবিকায়ন অনুদান এবং শিশু সহ গর্ভবতী ও দুগ্ধ প্রদানকারী মহিলাদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগস্থদের জন্য জীবিকায়ন ও পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইউরোপিয়ন কমিশনের সহায়তায় মুসলিম এইড ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য গৃহ পূনর্ণিমান, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করছে। মুসলিম এইড প্রথম থেকেই দুর্যোগ ঝূঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ প্রশমন এর কৌশলগত দিক বিবেচনা করে তাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। এলক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি কবলিত এলাকায় (বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়) জনগোষ্ঠির দুর্ভোগ কমানোর লক্ষ্যে ইউনিসেফ, সেভ দি চিলড্রেন ইউ.কে, রিচ আউট টু এশিয়া (ROTA) এর সহায়তায় এবং মুসলিম এইড-এর নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে ২০ জেলার ৩২ টি উপজেলার প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার জনগণের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- প্রশিক্ষণ, IEC উপকরণ, স্কুল ভিত্তিক ও গ্রাম ভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে।

এসিডিআই/ভোকা ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই)

প্রসার ইউএসএআইডি'র টাইটেল টু অর্থায়নে একটি কর্মসূচী, যা এসিডিআই/ভোকা ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই) ও অনুদানপ্রাপ্ত কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও র সঙ্গে মিলে বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচী বাংলাদেশের নির্ধারিত কিছু উপকারভোগীর পরিবার পর্যায়ে গুরুত্বপুর্ণ কিছু বার্তা পৌছে দিতে চায় যা দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমাতে সাহায্য করবে। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও প্রসার নড়াইল জেলার লোহাগড়া, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা এবং বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলায় র‍্যালি, স্কুলসমুহে ছাত্র সমাবেশ ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সেমিনারের মাধ্যমে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপন করছে।

হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু বারবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এদেশের সম্পদ, পিছিয়ে পড়ছে উন্নয়নের ধারা। যে জন্য প্রয়োজন দুর্যোগ প্রস্তুতি। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত দুর্যোগের কারনে প্রায় বছরই মানুষ হারায় তাদের বসবাসের শেষ সম্বলটুকু এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি আশ্রয় নেয় খোলা আকাশের নীচে, যা তাদেরকে আরো দারিদ্রের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। একটি মজবুত ঘর একটি পরিবারের দুর্যোগের ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে। বর্তমানে ঢাকা শহর ভূমিকম্পের দিক থেকে ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে আছে যে জন্য চাই সচেতনতা মূলক প্রচারনা, সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি। সময় মত প্রস্তুতি গ্রহণ করলে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। এবারের প্রতিপাদ্যের সাথে হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ একাত্ম হয়ে বলতে চাই "দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘরে ঘরে, জীবন জীবিকা রক্ষা করে"। পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এ সংস্থা (সিবিডিএম) প্রকল্পের মাধ্যমে জেস ফাউন্ডেশন, সুশীলন ও আরআরএফ সংস্থার মাধ্যমে দুর্যোগ কবলীত এলাকার জনগণদের স্বল্প খরচে দুর্যোগ সহনশীল গৃহ নির্মানের জন্য ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে চলেছে। এছাড়া কর্ম এলাকাগুলিতে বিভিন্ন গণসচেতনতা মুলক কার্যক্রম, যেমন-প্রশিক্ষন, সেমিনার, র‍্যালী, সমাবেশ ও গ্রাম ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে তাদের সক্রিয় রাখার জন্য কাজ করে চলেছে । শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং বিশ্বের ১০০ টি দেশে বর্তমানে এ সংস্থা কাজ করে চলেছে।

CDMP Comprehensive Disaster Managemnet Programme | USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | ACDI VOCA Expanding Opportunities Worldwide | PCI CELEBRATING 50 YEARS OF POSITIVE COMMUNITY IMPACT | care | christian aid | Muslim Aid Serving Humanity | Habitat for Humanity International